

‘নারায়ণ’, ‘সবুজ পত্র’ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অপরেণ হালদার

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2026/01/9_Aparesh-Haldar.pdf

সারসংক্ষেপ: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত ‘নারায়ণ’ পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ‘সবুজ পত্র’ গোষ্ঠীর সংঘাতের কারণ বিশ্লেষণ এই নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

সূচক শব্দ: রবীন্দ্রনাথ, ‘নারায়ণ’ পত্রিকা, ‘সবুজ পত্র’, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, স্বদেশী আন্দোলন, রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা।

পরাধীন ভারতবর্ষে বিশেষত বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বহুল প্রচারিত বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো — ‘সাহিত্য’(১৮৯০), ‘বসুমতী’(১৮৯৬), ‘প্রবাসী’(১৯০১), ‘উপাসনা’(১৯০৪), ‘যমুনা’(১৯০৯), ‘অর্য্য’(১৯১১), ‘সৌরভ’(১৯১২), ‘ভারতবর্ষ’(১৯১৩), ‘সবুজ পত্র’(১৯১৪), ‘নারায়ণ’(১৯১৪) ইত্যাদি। পূর্বোক্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে ‘সবুজ পত্র’ ও ‘নারায়ণ’এর সংঘাতের ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। ‘নারায়ণ’ পত্রিকার সম্পাদক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আগাগোড়া স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তিত্ব। তাই এই পত্রিকার সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকবে — এই ঘটনা খুব স্বাভাবিক। ক্রমশ ‘নারায়ণ’ পত্রিকার নানা শাখায় স্বদেশী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটতে থাকে। এদিক থেকে ‘নারায়ণ’এর অবস্থান ছিল অন্যান্য পত্রিকার থেকে স্বতন্ত্র। ‘নারায়ণ’ পত্রিকা প্রকাশের ঠিক কয়েক বছর আগেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত ‘সন্ধ্যা’ পত্রিকা রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। এবং পত্রিকাটির বিলুপ্তি ঘটে ১৯০৭ সালে। এর অব্যবহিত পরেই ‘নিউ ইন্ডিয়া’, ‘বন্দে মাতরম্’ পত্রিকার প্রকাশও বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রেক্ষিতেই ‘নারায়ণ’ পত্রিকা প্রকাশ বলে জানা যায়। স্বদেশী যুগে বিপ্লবীদের জীবিকা নির্বাহ করাটাও পত্রিকা প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এ প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন-কন্যা অপর্ণাদেবীর বক্তব্য — “পরবর্তী কালে যখন বারীন ঘোষদের বিপ্লববাদ থেকে রক্ষাকল্পে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য পিতৃদেব একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত করেছিলেন, তখন নারায়ণ সকলের রক্ষাকর্তা অরবিন্দের একথা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করেই বুঝি পত্রিকার নামকরণ করেছিলেন ‘নারায়ণ।’”^১ পত্রিকায় সবমিলিয়ে প্রায় আটশো প্রবন্ধ, শতাধিক ছোটগল্প, তিন শতাধিক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

নিরবচ্ছিন্ন রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার প্রশ্নেও ‘নারায়ণ’এর ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মনে রাখতে হবে দেশবন্ধু যে সময়ে তাঁর এই পত্রিকা প্রকাশ করছেন সেই সময়কালটি ছিল প্রকৃত অর্থেই রবীন্দ্রযুগ। এই যুগে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাহায্য ছাড়া কোনো পত্রিকা প্রকাশিত হবে — একথা ভাবাই যেত না। কিন্তু তেমনি এক আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী থাকলো বাংলা সাহিত্য। ১৩২১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত ‘নারায়ণ’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সাহায্য ছাড়াই।

শুধু রবীন্দ্রনাথই নয়, ‘নারায়ণ’ পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল ‘সবুজ পত্র’ পত্রিকার যাবতীয় কাজকর্ম। ১৯১৪ সালে কিছু মাসের ব্যবধানে পরপর প্রকাশিত হয় ‘সবুজ পত্র’ এবং ‘নারায়ণ’। সেসময় ‘সবুজ পত্র’এর প্রতিপক্ষরূপে ‘নারায়ণ’ যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করেছিল।^২ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ‘সবুজ পত্র’এর প্রাণপুরুষ। একসময় প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছিল

‘সবুজ পত্র’। ‘সবুজ পত্র’এ প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি ‘নারায়ণ’ গোষ্ঠীর দ্বারা তির্যকভাবে সমালোচিত হতে থাকে। যেমন রবীন্দ্রনাথের ‘স্বীর পত্র’ গল্পের প্রতিক্রিয়া সূত্রে বিপিনচন্দ্র পাল ‘নারায়ণ’এ লিখেছেন ‘মৃণালের কথা’। এই ধরনের একাধিক গল্প সে সময় ‘নারায়ণ’এ প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এই গল্প রচনার নেপথ্যে আছে পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের সঙ্গে ‘নারায়ণ’এর লেখক-গোষ্ঠীর আদর্শগত বা দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতা। বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কে ‘নারায়ণ’এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীলতার কারণেই সমকালীন সাহিত্যিকদের গল্প, উপন্যাসে প্রতিফলিত সামাজিক সম্পর্কে আধুনিক মানসিকতা ‘নারায়ণ-গোষ্ঠী’ মেনে নিতে পারেনি। একাধিক গল্প উপন্যাসের চরিত্রগুলির অতি আধুনিক মানসিকতাকে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছে ‘নারায়ণ’এর ছোটগল্পে। রবীন্দ্রনাথের ‘স্বীর পত্র’ গল্পের প্রধান চরিত্র মৃণাল বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতাকামী কবি-কল্পনাপ্রিয় এক গৃহবধূ। সংসারে নারীর অপমান, লাঞ্ছনা সে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারেনা। দূর সম্পর্কের আত্মীয় বিন্দুর দাম্পত্য সম্পর্কের অপমানে সে ক্রমশ দাম্পত্যে আস্থা হারায়। একইসঙ্গে মৃণাল তার স্বামীর ‘মেরুদণ্ডহীনতা’য় অতি বিচলিত হয়ে পড়ে এবং যার ফলে সে একসময় হিন্দু সমাজের প্রথা ভেঙে স্বামীর থেকে দূরে গিয়ে একাকী জীবন কাটাতে চেয়েছে।

হিন্দু দাম্পত্যের প্রচলিত সংস্কারকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চাওয়া এই আধুনিক নারীর প্রবল সমালোচনা করা হলো ‘মৃণালের কথা’ গল্পে। হিন্দু সমাজের প্রথা ভেঙে স্বামীকে ত্যাগ করে একাকী জীবন কাটাতে চেয়েছে সে। স্বামীর থেকে দূরে শ্রীক্ষেত্রে চলে আসার পর থেকেই শুরু হয় মৃণালের নিঃসহায় জীবন। এই পর্বে মৃণালের দেওর নরেন মৃণালকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে — “ত্যাগ করেছে কি করে? হিন্দুর শাস্ত্রে যে ডাইভোর্স নাই তা কি জান না।... মুসলমানেরা যাকে তালাক বলে ইংরেজেরা তাকেই ডাইভোর্স বলে। হিন্দুর স্ত্রী যে স্বামীকে তালাক দিতে পারে না।... স্বামী-স্ত্রীতে অত সহজে ছাড়াছাড়ি হয় না, দিদি। যে দেশে মার্জিস্টরের কাছে রেজিস্টারী করে বিয়ে হয়, সে দেশে আবার মার্জিস্টরের কাছে গিয়ে রেজিস্টারী থেকে নিজেদের নাম খারিজ করতেও বা পারে। হিন্দু তা পারে না। জানো না দিদি, সাত পাক ঘুরে যে বে হয়, চৌদ্দ পাকেও তা খোলে না।”^৭ গল্প থেকে উদ্ভূত এই বস্তুব্যাটি নরেন চরিত্রের হলেও আসলে বস্তুব্যাটি ‘নারায়ণ’ পত্রিকার মতাদর্শপুষ্ট। এভাবে কথাসাহিত্য থেকে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ — ‘নারায়ণ’এর সর্বত্র সমালোচিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

‘নারায়ণ’ পত্রিকা সম্পাদনায় দেশবন্ধুর অন্যতম সহযোগী গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশ্লেষণে বিশেষ মনোযোগী। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বিষয়গত অস্পষ্টতা, বিজাতীয় কাব্য উপাদান আমদানির মতো গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তিনি। আলোচ্য পত্রিকার ধারাবাহিক সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১-১৯৫৪) এর নামও উল্লেখ্য। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে দেশবন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচারে তিনি প্রায়শই স্বদেশী ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। এছাড়া সম্পাদক দেশবন্ধু নিজেও রবীন্দ্র-কাব্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বিশু মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন — “দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের উপর উদার মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন না। বহু ক্ষেত্রেই তাঁহার বিরূপ অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার এইরূপ ধারণা ছিল যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা অধিকাংশই কৃত্রিমতাপূর্ণ এবং তাহাতে বাঙ্গালার খাঁটি প্রাণধর্ম অভিব্যক্ত হয় নাই। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত ‘সাহিত্য’র ন্যায় চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত ‘নারায়ণ’ পত্রিকাতেও সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, অমরেন্দ্রনাথ রায়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রমুখ বিভিন্ন লেখক রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন।”^৮

‘নারায়ণ’ পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীও ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। যেমন বিপিনচন্দ্র পাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, জলধর সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন ‘নারায়ণ’এর নিয়মিত প্রাবন্ধিক।

এই পত্রিকার নিয়মিত কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ‘রবিদেবী’ তন্ময় আড়ালে ‘নারায়ণ’ পত্রিকার যাবতীয় সাহিত্যিকের দিকটি ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তাই দেখি রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ‘নারায়ণ’এর সাহিত্য ভাবনা প্রসঙ্গে এটুকু বলেই ক্ষান্ত থেকেছেন, “সবুজ পত্র ও বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজের সকল প্রকার কর্মকে নিন্দিত করিবার জন্য চিত্তরঞ্জন দাশের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ সাহিত্যিকদের অনুকূলতায় নারায়ণ নামে মাসিক পত্রের আবির্ভাব হইল।”^৬

শুধুমাত্র নিন্দা বা ব্যক্তিবিশেষ পোষণ করবার জন্য কি কোনো পত্রিকার উদ্ভব হতে পারে? এই প্রশ্নটি আরো গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়, কারণ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন দেশবন্ধুর মতো খ্যাতনামা দেশপ্রেমিক, যিনি পরাধীন ভারতবর্ষের প্রাণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় ছিলেন সদাব্যস্ত। আর তাঁর ‘নারায়ণ’ প্রকাশের আগেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাপ্তি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের গর্বে দেশবাসী গর্বিত। এমন প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে দেশবন্ধুর মতো মহান দেশপ্রেমিক শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষ বশতঃ ‘রবিদেবী’কে প্রশংসা দেবেন কি? বিশেষত সম্পাদক চিত্তরঞ্জন যখন নিজেই দাবি করেন — “আমি ক্রিটিক বটে, বিদেবী নই।”^৭, তখন তাঁর দাবি আমাদের অবশ্যই ভাবিয়ে তোলে। আবার সেসময় ‘সবুজ পত্র’ ও ‘নারায়ণ’ পত্রিকার মধ্যে বক্তব্য ও আদর্শগত বিরোধের কী প্রয়োজন ছিল তা বোঝা যায় প্রাবন্ধিক নিত্যপ্রিয় ঘোষের এই উক্তি — “নারায়ণ উঠে গেলে আন্দামান জেল থেকে সুভাষচন্দ্র বসু দাদা শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন সবুজ পত্রের antidote হিসেবে নারায়ণ থাকার দরকার ছিল।”^৮

রবীন্দ্রযুগে কঠোর রবীন্দ্র-সমালোচনার বিষয়টি আপামর বাংলার সাহিত্যপ্রেমীরা নিশ্চিতভাবে ভালো চোখে দেখেন নি। তাই সমালোচনা সাহিত্য ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে পত্রিকাটির যে ব্যাপক কর্মকাণ্ড ছিল এবং পত্রিকাটি যে ধারাবাহিকভাবে একদল কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, কবির আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল — সেই অধ্যায়টিই আজ প্রায় বিস্মৃত।

তথ্যসূত্র:

১. ‘মানুষ চিত্তরঞ্জন’, অপর্ণা দেবী, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিসিং কোম্পানি লিমিটেড, কলকাতা ৭, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬১, পৃ. ৭৫
২. ‘নারায়ণ ও চিত্তরঞ্জন’, সুনীল দাস, দেশ সাহিত্যপত্রিকা, সম্পাদক সাগরময় ঘোষ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭
৩. ‘মৃণালের কথা’, বিপিনচন্দ্র পাল, ‘নারায়ণ’, অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃ. ৪২-৪৩
৪. পাদটীকা, বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘রবীন্দ্র সাগর সঙ্গমে’, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯, পৃ. ৪৪৫-৪৪৬
৫. ‘রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য — প্রবেশক’ (২য় খণ্ড), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পরিবর্তিত সংস্করণ ১৩৫৫, পৃ. ৩৯১-৩৯২
৬. ‘সাহিত্যসাধক চিত্তরঞ্জন’, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, (মূল গ্রন্থে প্রকাশকাল অনুল্লিখিত), পৃ. ১১২
৭. ‘স্বভাবত ও স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ’, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, প্রমা প্রকাশনী, ৫৭/২ই কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৮, পৃ. ৬৯

লেখক পরিচিতি: অপরেণ হালদার, সহকারী শিক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ।